

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

খিযির কে ছিলেন?

যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হ'ল, খিযিরের বক্তব্য 'আমি এসব নিজের মতে তুঁ बें बें बें के किति' (কাহফ ১৮/৮২)। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহর নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশফ-ইলহাম শরী 'আতের দলীল নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহর অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী 'আত বিরোধী কাজ করতে পারেন না। ঐ সময় শরী 'আতধারী নবীও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। আর সে কারণেই খিযিরের শরী 'আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না, বা তাঁর কোন উদ্যত ছিল না।

এখানে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই এবং তাঁকে 'আল্লাহর একজন বান্দা' হিসাবে গণ্য করি, যাঁকে আল্লাহর ভাষায় 'আমরা আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ হ'তে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান' (কাহফ ১৮/৬৫)। তাহ'লে তিনি নবী ছিলেন কি অলী ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, এসব বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না। যেভাবে মূসার মায়ের নিকটে আল্লাহ অহী (অর্থাৎ ইলহাম) করেছিলেন এবং যার ফলে তিনি তার সদ্য প্রসৃত সন্তান মূসাকে বাক্সে ভরে সাগরে নিক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন (ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯) এবং যেভাবে জিব্রীল মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশোভরের মাধ্যমে ছাহাবীগণকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন[57] একই ধরনের ঘটনা মূসা ও খিযিরের ক্ষেত্রে হওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু নয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, লোকমান অত্যন্ত উঁচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। লোকমানকে আল্লাহ যেমন বিশেষ 'হিকমত' দান করেছিলেন (লোকমান ৩১/১২)। খিযিরকেও তেমনি বিশেষ 'ইল্ম' দান করেছিলেন (কাহফ ১৮/৬৫)। এটা বিচিত্র কিছু নয়।



ফুটনোট

[57]. মুত্তাফাৰু আলাইহ, মিশকাত হা/২।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4433

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন